বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩

তারিখ: ০৩ আগস্ট ২০২২ / ১৯ শ্রাবণ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬ তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনার অধিকতর স্পষ্টীকরণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কতিপয় নির্দেশনা নিম্নরূপভাবে পরিমার্জন করা হলো:

ক) অনুচ্ছেদ ৩(৬) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ঋণগ্রহীতার নগদ প্রবাহের প্রক্ষেপন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি/বিদ্যমান দায় পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাংক নিশ্চিত হবে।'

খ) অনুচ্ছেদ ৩(৮) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'উপরোক্ত ব্যাংকিং নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক কোন গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাস্তবসম্মত/যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করবে। অন্যথায়, পাওনা আদায়ে ব্যাংক সম্ভাব্য সকল আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।'

গ) অনুচ্ছেদ ৩(৯) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি লিখিতভাবে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করবে। পুনঃতফসিলিকরণের ফলে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ সহজতর হওয়ার স্বপক্ষে যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধকরণসহ যে সকল বিষয় বিবেচনায় ঋণের অর্থ আদায় হবে মর্মে ক্রেডিট কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে তা উক্ত প্রত্যয়নপত্রে বিধৃত থাকতে হবে। এছাড়া, ব্যাংকের তারল্য অবস্থা এবং অন্যান্য গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্যতার উপর পুনঃতফসিলিকরণের প্রভাব সম্পর্কেও উক্ত প্রত্যয়নপত্রে ব্যাখ্যা থাকতে হবে।'

ঘ) অনুচ্ছেদ ৩(৯) এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ৩(১০) সন্নিবেশিত হবে:

'ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।'

ঙ) অনুচ্ছেদ ৪(১) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'শ্রেণিকৃত কোন ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলযোগ্য হবে। তবে, গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে শিল্প/ব্যবসা ক্ষতিগস্ত হলে সেক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে। ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করার পরও ঋণ আদায় না হলে পাওনা আদায়ে ব্যাংক আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে। কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণ অন্য কোন ব্যাংক কর্তৃক টেকওভার করা হলে টেকওভারকৃত ঐ ঋণে পূর্ববর্তী ব্যাংকের পুনঃতফসিলিকরণ ক্রম প্রযোজ্য হবে।'

চলমান পাতা/০২

চ) অনুচ্ছেদ ৭(৪) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি হতে পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির লক্ষ্যে ঋণপত্র খোলা/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট কোন তলবী ঋণ পুনঃতফসিলযোগ্য হবে না। এ ধরনের ঋণ অবিলম্বে আদায়/সমন্বয় করতে হবে।'

ছ) অনুচ্ছেদ ৮ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'পুনঃতফসিলকৃত ঋণের শ্রেণিমান, প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সম্পর্কিত নির্দেশনা:

(১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও, ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন বিরূপ শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারবে।

(২) পুনঃতফসিল উত্তর যে কোন ঋণ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক পরিদর্শনকালে পুনঃতফসিলিকরণের সকল শর্ত পরিপালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শ্রেণিকরণ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৩) পুনঃতফসিলিকরণ পরবর্তীতে আসল এবং সুদ মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ছয়টি মাসিক অথবা দুইটি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সরাসরি মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে।

(৪) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং পুনঃতফসিল পরবর্তী আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। উপরন্তু, মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রভিশন ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।'

জ) অনুচ্ছেদ ৯ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন:

(১) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই এবং তা ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ ৯(২) ও ৯(৩) এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

(২) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ঋণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম এক স্তর উপরের পর্যায় থেকে অনুমোদিত হতে হবে। পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়টি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। তবে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে কোন ঋণ অনুমোদন করা হলে পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধনকৃত কোন ব্যাংকের ক্ষেত্রে কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট টীম অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত সমজাতীয় কমিটি/টীম কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(৩) কৃষি, কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতিরেকে অন্যান্য ঋণ যে পর্যায়েই অনুমোদিত হোক না কেন ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। তবে, বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধনকৃত কোন ব্যাংকের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৯(২) এ বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।'

০৩। এতদ্ব্যতীত, সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং ৬(৩) ও ৭(৭) এতদ্বারা বিলুপ্ত করা হলো।

০৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো এবং এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২